যায়যায়দিন
তারিখ ..12 AUG 2008
পৃষ্ঠা: ১৬ কলাম ৪

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

৫ বছরের জন্য শিক্ষক বরখাস্ত

ইবি প্রতিনিধি/

একাধিক ছাত্রীর ওপর যৌন নিপীড়ন চালানোয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক শেখ এ বি এম জাকির হোসেনকে বিভাগের সব পরীক্ষা কার্যক্রম থেকে পাঁচ বছরের জন্য বরখাস্ত করা পৃ:১৫ক৪

৫ বছরের জন্য শিক্ষক বরখাস্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। নিপীড়নের শিকার ১০ ছাত্রীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগের একাডেমিক কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শিক্ষক বরখাস্তের ঘটনায় ক্যাম্পাসে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য অভিযোগকারী ছাত্রীদেরও বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়ার কথাও শোনা গেছে। এতে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ছাত্রীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আল কোরআন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জাকির উন্নতমানের নোট ও পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রদান এবং আর্থিক সুবিধাসহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রীদের তার রুমে, বাসায় ডেকে নিতেন। তার এমন কার্যক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ছাত্রীরা। জানা যায়, এসব কাজে একই বিভাগের ২০০৩-০৪ সেশনের শরিফ ইকবাল নামে এক ছাত্র শিক্ষককে সহযোগিতা করতো।

শুধু নিজ বিভাগের ছাত্রী নয় সহকারী প্রক্টর থাকাকালীন তিনি অন্য বিভাগের ছাত্রীদেরও একই কায়দায় ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ ২৬ জুলাই ১০ জনেরও বেশি ছাত্রী লিখিতভাবে বিভাগীয় সভাপতিকে বিষয়টি অবহিত করে। তারা লম্পট শিক্ষকের শাস্তি দাবি করে।

এ ঘটনায় ২৮ জুলাই কয়েক ঘণ্টাব্যাপী বিভাগের একাডেমিক কমিটির জরুরি সভা হয়। সভা চলাকালে সভাপতিসহ তিন সিনিয়র শিক্ষক উঠে এসে ১০ ছাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। পরে বৈঠকে অভিযুক্ত ওই শিক্ষক এসব ব্যাপারে কোনো সদুত্তর দিতে না পারায় তাকে পাঁচ বছরের জন্য বিভাগের সব পরীক্ষা কার্যক্রম থেকে সাসপেন্ড করা হয়। মিটিংয়ে উপস্থিত শিক্ষকদের বড় অংশ অভিযুক্ত শিক্ষককে একাডেমিক কার্যক্রম থেকেও বরখাস্তের সুপারিশ করেন।

এদিকে এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে ওই বিভাগের সিনিয়র দুই শিক্ষক মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তারা সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের রুমে ডেকে এনে বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। এমনকি তাদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ারও ধমক দেয়া হচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য তাদের ওপর একের পর এক চাপ প্রয়োগ করছেন। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর স্কলারশিপ পেয়ে জাকির হোসেন বর্তমানে পিএইচডি গবেষণা করছেন। এ সুযোগে বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক বরখাস্ত হওয়া শিক্ষককে বাঁচাতে তাকে পাঁচ বছর পিএইচডির শিক্ষা ছুটির আবেদন করতে অনুরোধ করেন।

এ ব্যাপারে শিক্ষক জাকিরের সঙ্গে মোবাইলে কথা বললে তিনি যায়যায়দিনকে বলেন; আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তবে তিনি এজন্য বিভাগের সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে মোবাইলের লাইন কেটে দেন।